পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ্ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ২০শ সংখ্যা

১৫ই ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা ॥ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং ॥ ১৪ই জমাদিউল আউয়াল ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৬শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা মায়েদা (১৩শ ও ১৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : বিবাহ, মৃত্যু ও আত্মা	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৪
* অমৃত বাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আউয়াল সাদেক	৫
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৭	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	৬
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* আপনি কেন জলসায় যোগদান করিতেছেন ?	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* সংবাদ		২০

ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাসিক তরবিয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজল ও করমে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার একদিনের জন্য মাসিক তরবিয়তি ক্লাশ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ঢাকা মহা নগরীর ৮টি স্থানীয় মজলিস থেকে ৩৪ জন খাদেম ও ৩১ জন তিফল্ অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে ক্লাশের কার্যাক্রম শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চালু ছিল। শুদ্ধরূপে কোরআন শিক্ষা, উর্দু নযম শিক্ষা, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, তরবিয়তি আলোচনা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়াদি ইহার পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ছিল।

দুপুরে খাবারের জন্য সকল ছাত্র নিজ নিজ বাড়ী থেকে রুটি ও ভাজী নিয়ে আসে এবং সকলে মিলে এক সঙ্গে আহার পর্ব সমাধা করে। এই ব্যবস্থাটি সকলকেই আনন্দিত করেছে। বাদ মাগরেব এই ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

– মোঃ আমীরুল হক
কায়েদ, ঢাকা সিটি মজলিস খোঃ আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১০শ সংখ্যা

১৫ই ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং : ২৮শে তবলীগ ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

সপ্তম পারা **১৩শ রুকু**

৯৫। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এক (নগণ্য) বস্তু অর্থাৎ শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করিবেন, যাহার নিকট পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সমূহ পৌছে, যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও আল্লাহ্কে ভয় করে, অতঃপর যে ব্যক্তি ইহা (শুনিবা)-র পরও সীমা লঙ্ঘন করিবে. সে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি পাইবে।

৯৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা এহ্রামের অবস্থায় শিকারকে হত্যা করিও না; তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, তাহার বিনিময় অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু যাহার মীমাংসা করিবে তোমাদের মধ্য হইতে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোক যাহাকে কা'বা পর্যন্ত কোরবানীর জন্য পৌঁছানো জরুরী হইবে, এবং (যদি কাহারও ইহার সামর্থ না থাকে তাহা হইলে) কাফ্ফারা দিতে হইবে অর্থাৎ কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাওয়াইতে হইবে অথবা সমসংখ্যক রোযা রাখিতে হইবে যাহাতে সে (অপরাধী) নিজের কাজের মন্দ ফল ভোগ করে; (তবে) যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে তাহাকে আল্লাহ্ (এইরূপ অপরাধের জন্য) শাস্তি দান করিবেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও (অপরাধের) শাস্তিদাতা।

৯৭। সমুদ্রের শিকার করা এবং উহা খাওয়া তোমাদের এবং মুসাফেরদের ফায়দার জন্য হালাল করা হইয়াছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম অবস্থায় থাক, (ততক্ষণ পর্যন্ত) স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার সম্মুখে তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৯৮। অর্থাৎ পবিত্র গৃহকে মানবজাতির জন্য চির উন্নতির উপায় করিয়াছেন, সেইভাবে পবিত্র মাস সমূহ ও কোরবানী সমূহ এবং গলায় মালা পরানো পশুগুলিকেও (উন্নতির উপায় করিয়াছেন), ইহা এইজন্য (করিয়াছেন), যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা

কিছু আসমান সমূহে ও যাহা কিছু যমীনে আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন, এবং যেন জানিতে পার যে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ পরিজ্ঞাত।

৯৯। ইহাও জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও বারবার করুণাকারী।

১০০। এই রসুলের উপর যিম্মা কেবল (পয়গাম) পৌঁছানো এবং যাহা তোমরা (কার্যতঃ) প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা (এখনও) প্রকাশ কর নাই আল্লাহ্ সবই জানেন।

১০১। তুমি বল! বেকার বস্তু এবং উপকার জনক বস্তু সমান হইতে পারে না, বেকার বস্তুর যদিও প্রাচুর্য তোমার যতই পসন্দ হউক না কেন; সুতরাং হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা সফলকাম হও।

১৪শ রুকু

১০২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিলে তোমাদের জন্য কষ্টের কারণ হইবে এবং যদি তোমরা কোরআন নাযেল করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে, আল্লাহ্ (ইচ্ছাকৃত ভাবে) উহার (প্রকাশ) সম্বন্ধে বিরত আছেন এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, (কিন্তু উত্তর পাওয়ার পর) তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।

১০৪। আল্লাহ্ কোন বহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম নিয়োজিত করেন নাই, কিন্তু যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করিল এবং তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়; আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তাহার দিকে ও রসুলের দিকে আইস, (তখন) তাহারা বলে, যাহাতে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; কি, যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ অবুঝছিল এবং সঠিক পথ জানিত না (তবুও কি তাহারা তাহাদের জিদের উপর কায়েম থাকিবে)?

১০৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের জানের (হিফাযতের) চিন্তা কর, যখন তোমরা হেদায়ত পাও তখন কাহারও বিপথগামিতা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তাহা জানাইবে।

১০৭। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যের ব্যবস্থা এই হইবে যে তোমাদের

মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে; অথবা তোমাদের ছাড়া অপরদের মধ্য হইতে দুইজন (সাক্ষী) হইবে, (শেষোক্ত ব্যবস্থা তখন প্রযুক্ত হইবে) যখন তোমরা যমীনে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে (এবং যদি তোমরা নিজেদের লোককে সাক্ষী না পাও); তোমরা উভয় (সাক্ষী)-কে নামাযের পর থামাইবে এবং যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে যে, আমরা ইহা (অর্থাৎ সাক্ষ্যের দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয় হয়; আমরা আল্লাহ্‌র (দ্বারা নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্যকে গোপন করিব না, আমরা যদি এইরূপ করি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা পাপী হইব।

১০৮। (পরে) যদি ইহা প্রকাশ পায় যে তাহারা দুইজন পাপের ভাগী হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত দুইজনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে (সাক্ষ্য দানের জন্য) দাড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহার আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে যে, নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ দুই জনের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা (সাক্ষ্যদানে) সীমালংঘন করি নাই; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তবে আমরা নিশ্চয়ই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

১০৯। এই পদ্ধতি তাহাদিগকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী সাক্ষীদিগকে) সঠিক আকারে সাক্ষ্য দিতে নিকটতর করিয়া দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে তাহাদের কসমের পর অন্য কসম (তাহাদের কসমকে রদ করার জন্য) পেশ করা হইবে; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শুন এবং (মনে রাখিও যে) আল্লাহ্ বিদ্রোহী জাতিকে হেদায়ত দেন না।

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

অমৃত বাণী

(৬-এর পাতার পর)

আশংকা হয়; এইজন্য গোসল করিলে, পরিষ্কার কাপড় পড়িলে এবং সুঘ্রাণ ব্যবহার করিলে বিষ ও পঁচনের উপশম ঘটিবে। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা জীবন ধারণকালে এই বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন তেমনিই মৃত্যুবরণের পরও এই বিধান নির্ধারিত রহিয়াছে। এই জন্যই মুসলমানের জন্য মৃত্যুকালে কর্পূর ব্যবহার করা সুন্নতের অন্তর্গত করা হইয়াছে; ইহা এইজন্য যে কর্পূর এমন এক জিনিষ যাহা সংক্রামক জীবাণুকে বিনাশ ও বিষকে দূর করে এবং মানুষকে শীতলতা দান করে এবং বহু পঁচনকারী রোগের প্রতিরোধ করে। এইজন্যই কুরআন করীমে আসিয়াছে যে মোমেনদিগকে কর্পূরের শরবত পান করানো হইবে। বর্তমানকালের গবেষণার আলোতে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কর্পূর কলেরা রোগের জন্য খুব উপকারী বস্তু। তদ্রূপই প্লেগ ও মহামারীর জন্য ইহা অত্যাধিক ফায়দাজনক জিনিষ। সুতরাং আমি আমার জমাআতকে বলিতেছি যে এই জিনিসটি খুবই উত্তম ও উপকারী জিনিষ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কারণ কুরআন করীম ব্যক্ত করিয়াছে যে ইহা জ্বলনকে নিবারণ করে এবং দিলকে শান্তি ও স্বস্তি এবং তৃপ্তি দান করে। এবং আমাদিগকে উৎসাহ ও আগ্রহ দান করা হইয়াছে যেন আমরা কর্পূর বেশী বেশী ব্যবহার করি। (মলফুযাত ১ম খঃ ২৫০-৫১ পৃঃ)

অনুবাদ—**মোঃ আবদুল আযীয সাদেক**

হাদিস শরীফ

বিবাহ

(১)

যখন কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন যেন তিনি (পিতা) তাহাকে একটি উত্তম নামকরণ করেন এবং সদাচার শিক্ষা দেন। যখন সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন যেন তাহাকে বিবাহ দেওয়া হয়। যখন সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি (পিতা) তাহাকে বিবাহ করান না এবং তারপর সে পাপ করিয়া বসিলে, সেই পাপ তাহার পিতার উপরও বর্তিয়া যাইবে।

(২)

যে ব্যক্তি কৌমর্যকে বরণ করিয়া লয়, সে আমার (রাসুলুল্লাহর) অনুসারীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা আমি আমার বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবাহ করাকে অপরিহার্য রূপে প্রদর্শন করাইয়াছি।

(৩)

সেই বিবাহই হইল উত্তম, যাহাতে সল্পতম শ্রম ও ব্যয়ভূষণ হইয়া থাকে।

(৪)

যে সকল যুবক যৌবনের সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা উচিৎ ; কেননা বিবাহ পাপ হইতে পরিত্রাণ করে। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিতে পারে, সে যেন রোজা রাখে।

(৫)

কতক লোক তাহার (কন্যার) রূপ লালসার জন্য বিবাহ করে, বাকী কতক তাহার জন্মের (বংশের লোভে) জন্য এবং আর কতক তাহার সম্পদের জন্য বিবাহ করে কিন্তু একজন ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করা তোমাদের উচিৎ।

(৬)

যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে তাহার ধর্মের অর্দ্ধাংশ পালন করিয়াছে ; অতঃপর তাকওয়ার দ্বারা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দেওয়া যায়।

(৭)

তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত আচরণ করিবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; যেহেতু তাহারা তোমাদের সাহায্যকারিনী। আল্লাহ্‌র আমানতের উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে তাহাদিগকে (তোমাদের পক্ষে) আইনতঃ করিয়া লইয়াছ।

(৮)

যাহার স্ত্রী নাই, সে প্রকৃত পক্ষেই দরিদ্র, যদিও তাহার প্রচুর সম্পদ আছে। যে মহিলার সঙ্গী (স্বামী) নাই, সে প্রচুর সম্পদশালিনী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত দরিদ্র।

(8500 Precious Gems)

মৃত্যু ও আত্মা

(১) মৃত্যু মোমেনের জন্য এক তোহ্‌ফা।

(২) তোমাদের মধ্যে কেহ (পুণ্যবান অথবা পাপী), মৃত্যু কামনা করিও না। কারণ আয়ু বৃদ্ধিতে পুণ্যাত্মার পুণ্য বৃদ্ধি এবং অনুতাপের দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হইতে পারে। (বোখারী)

(৩) তোমরা কেহ মৃত্যুর কামনা করিও না এবং সময়ের পূর্বে উহাকে আহ্বান জানাইও না, কারণ মৃত্যুর সহিত আশা কর্তিত হইয়া যায় এবং নিশ্চয়ই মোমেনের আয়ু কল্যাণ বৃদ্ধি করে। (মোসলেম)

(৪) তোমাদের মধ্যে কেহ বিপদে পতিত হইলে নিষ্কৃতির জন্য মৃত্যুকে ডাকিও না! উপায়ন্তর না দেখিলে প্রার্থনা করিবে: হে আল্লাহ্‌ আমার আয়ু যতদিন আমার জন্য কল্যাণজনক, ততদিন আমাকে তুমি জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন তুমি আমার জীবনের অবসান কর। (বোখারী ও মোসলেম)

(৫) এই জগতে প্রবাসী অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। (বোখারী)

(৬) আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সৎ-চিন্তা সহ মৃত্যু বরণ কর। (মোসলেম)

(৭) মোমেন ধর্মাক্ত-ললাটে (অর্থাৎ কর্মপূর্ণ জীবন লইয়া) মৃত্যু বরণ কর! (তিরমিযি)

নিজের জন্য যাহা চাও, তাহা তোমার ভ্রাতার জন্যও চাও

আল্লাহ্‌র কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ সত্যকার মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাহার ভ্রাতার জন্য উহা চায়, যাহা সে নিজের জন্য চায়। (বোখারী)

ইহা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যকর যে, সে শ্রবণ করে এবং আদেশ পালন করে তাহার কর্তৃপক্ষের, উহা পছন্দের হউক বা অপছন্দের, যতক্ষণ পর্যন্ত না তদ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ভঙ্গ হয়। (বোখারী)

অনুবাদ—মৌঃ **মোহাম্মদ**

সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হইয়া যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিবে। (আমাদের শিক্ষা পৃঃ ৫)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"আল্লাহ্‌তায়ালা প্লেগের নাম রিজ্‌য্‌ রাখিয়াছেন"

"আল্লাহ্‌তায়ালা প্লেগের নাম রিজ্‌স্‌ রাখিয়াছেন। রিজ্‌য্‌ আজাবকেও বলা হয়। আভিধানিক পুস্তকে লেখা আছে যে উটের উরুর গোড়াতে এই রোগটি থাকে এবং উহার মধ্যে এক প্রকার কীট সৃষ্টি হয় যাহাকে نَغَف (নাগাফ) বলা হয়। ইহা হইতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝা যায়. উহা হইল এই যে উটের স্বভাবে এক প্রকার বিদ্রোহীতা পাওয়া যায়। যাহার দরুণ এই রোগের সৃষ্টি। যাহার মধ্যে এই রোগ থাকে, তাহার দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে মানুষের মধ্যেও যখন বিদ্রোহীতার স্বভাব দেখা দেয় তখন তাহার উপর বেদনাজনক আযাব নাযেল হয়। রিজয়ের অর্থ অভিধানে স্থায়ীও লেখা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই রোগটিও স্থায়ীই থাকে এবং বাড়ী হইতে সকলকে বিদায় করিয়া শেষে নিজে বাহির হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই মহাবিপদ বাড়ীকে সাফ, শিশুদিগকে এতীম। এবং অসংখ্য মহিলাকে বিধবা করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া রিজ্‌যের অর্থের উপর চিন্তা করিলে কারণও বুঝা যায় যে প্লেগের রোগ সৃষ্টি হয় নোংরামী, কদাচার এবং অপবিত্রতার ফলে। যেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, সবগুলি বিশ্রী এবং কবরের দৃশ্য প্রকাশ পায়, আলো-বাতাসের কোন ব্যবস্থা থাকে না সেখানে পঁচনের বিষাক্ত উপকরণ সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে এই রোগ সমূহের উদ্ভব হয়। কুরআন করীমে আসিয়াছে وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (পারা ২৯) যে সব রকমের নাপাকিকে বর্জন কর। هَجْر (হাজর) দূরে চলিয়া যাওয়াকে বলা হয়। যাহাতে ইহা বুঝা যায় যে আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণের জন্য বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাও আবশ্যকীয় কারণ এক শক্তি অন্য শক্তির উপর, একদিক অন্যদিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের দুইটি অবস্থা হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির আভ্যন্তরিক পবিত্রতার উপর কায়েম হইতে চাহে, তাহাকে বাহ্যিক পবিত্রতার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (পারা ২) অর্থাৎ যাহারা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা কামনা করে, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। বাহ্যিক পবিত্রতা আভ্যন্তরিক পবিত্রতার জন্য সাহায্যকারীও সহযোগীতাকারী হইয়া থাকে; মানুষ যদি ইহা পরিত্যাগ করিয়া ফেলে এবং মলত্যাগ করিয়াও পানি ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আভ্যন্তরিক পবিত্রতা নিকটেও আসিবে না সুতরাং স্মরণ রাখিও যে বাহ্যিক পবিত্রতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এইজন্যই প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ফরয করা হইয়াছে যেন সে কমপক্ষে শুক্রবারে গোসল করে, নামাযের পূর্বে ওযু করে, জমাআত খাড়া হইলে সুঘ্রাণ ব্যবহার করে। উভয় ঈদে এবং জুমআয় যে সুঘ্রাণ ব্যবহার করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, ইহা এই কারণের উপর ভিত্তি করিয়াই দেওয়া হইয়াছে; প্রকৃত কারণ এই যে লোকদের সমাবেশের সময় পঁচনের

(৩ এর পাতা দেখুন)

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জিবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৭)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

ইস্‌রা

এই সময় আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ দেন। এক কাশ্‌ফে তাঁহাকে দেখান হইল যে, তিনি জেরুজালেম গিয়াছেন এবং অন্যান্য নবীগণ তাঁহার ঈমামতীতে নামাজ পড়িতেছেন। জেরুজালেমের অর্থ মদীনা ছিল যাহা ভবিষ্যতের জন্য এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদতের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিগণিত হওয়ার ছিল এবং তাঁহার ঈমামতীতে নবীগণের নামাজ পড়িবার অর্থ ইহাই ছিল যে, বিভিন্ন মতবাদের লোক তাঁহার ধর্ম গ্রহন করিবে এবং তাঁহার ধর্ম বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই সময় মক্কার মুসলমানদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন ছিল এবং অত্যাচার ও উৎপীড়ন ইহার শেষ সীমায় পেঁাছিয়াছিল। এই কাশ্‌ফ মক্কাবাসীগণের নিকট হাসি ঠাট্টার এক নূতন উপকরণ হইল এবং তাহারা প্রত্যেক মজলিসে এই কাশ্‌ফকে লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কে জানিত যে নূতন জেরুজালেমের ভিত্তি প্রস্তরের কাজ শুরু হইয়াছে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের জাতি সমূহ খোদাতায়ালার শেষ নবীর বাণী শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

রোমানদের বিজয় লাভের ভবিষ্যৎ বাণী

এই সময় রোমান সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয় এবং পারস্য সম্রাট যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইরানী সৈন্য বাহিনী সিরিয়া দখল করে ও জেরুজালেম বিধ্বস্ত করে। এমন কি তাহারা মিশর ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ইরানের সেনাধ্যক্ষগণ কনস্‌টান্টিনোপল হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে বসফরাসের মুখে তাঁহাদের তাঁবু স্থাপন করে। এই ঘটনায় মক্কাবাসীগণ উল্লাসিত হইয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ন্যায় বিচার করিয়াছেন। পৌত্তলিক ইরানীরা কেতাবধারী খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করিয়াছে। এই সময় আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে মহানবী (সাঃ)-এর উপর নিম্নোক্ত ওহী নাজেল হইল।

"রোমান বাহিনী আরবের নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পরাজয়ের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা জয় লাভ করিবে। খোদাতায়ালার কর্তৃত্ব দুনিয়াতে পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। যখন ঐ বিজয়ের সময় আসিবে তখন মোমেনগণও আল্লাহ্‌-তায়ালার সহায়তায় আনন্দিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে নির্বাচিত করেন তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন ও দয়ালু। ইহা ঐ খোদাতায়ালার ওয়াদা যিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক খোদার কুদরত সম্বন্ধে অজ্ঞ" (সুরা রুম আয়াত ৩-৭)

কয়েক বৎসরের মধ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করেন। একদিকে রোমানগণ ইরানীদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে। অপরদিকে ভবিষ্যৎবানী মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মুসলমানগনও মক্কাবাসীগণের উপর বিজয় লাভ করিতে শুরু করে। যখন মক্কাবাসীগণ ভাবিতে ছিল যে তাহাদের কথামত জনগণ মুসলমানদের সহিত কথাবার্তা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে ঐ সময় খোদাতায়ালার ফেরেশ্‌তা ইসলামের বিজয় সংবাদ ক্রমাগত বহণ করিয়া আনিতে ছিলেন এবং বলা হইতেছিল যে মক্কাবাসীগণের ধ্বংসের সময় দ্রুত নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ঠিক ঐ সময়েই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত জোরে শোরে খোদাতায়ালার নিম্নোক্ত ওহী ঘোষণা করেন।

"মক্কাবাসীগণ বলিতেছে, 'মুহাম্মদ (সাঃ) কেন তাঁহার রব্বের নিকট হইতে আমাদের জন্য কোন নিদর্শন আনেন না?' পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যৎবাণী সমূহ কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এবং আমরা যদি পূর্ণরূপে প্রচার করিবার পূর্বে মক্কাবাসীগণকে ধ্বংস করিয়া দিতাম তাহা হইলে মক্কাবাসীগণ বলিতে পারিত, "হে আমাদের রব্ব, কেন তুমি আমাদের নিকট কোন নবী প্রেরণ করিলে না যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার শিক্ষা মানিয়া চলিতাম?" তুমি বলে দাও, "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং তোমরাও ঐ সময়ের জন্য অপেক্ষা কর যখন হুজ্জত পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিবে কাহারা সত্য পথে আছে এবং খোদাতায়ালার হেদায়েত অনুসারে চলিতেছে।" (সুরা ত্বাহা—আয়াত—১৩৪-১৩৬)

প্রতিদিন খোদার নূতন ওহী নাজেল হইতেছিল এবং প্রতিদিন ইসলামের উন্নতি ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের সংবাদ দেওয়া হইতেছিল। মক্কাবাসীগণ একদিকে নিজেদের শক্তি ও জাঁকজমক দেখিতেছিল এবং অপরদিকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর নাজেলকৃত ওহীর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার যে সাহায্য ও মুসলমানদের সাফল্যের কথা থাকিত তাহা শুনিত এবং তাহারা অবাক হইয়া চিন্তা করিত যে, হয়ত তাহারা নিজেরা পাগল হইয়া গিয়াছে আর না হয় মুহাম্মদ (সাঃ) পাগল হইয়া গিয়াছেন। মক্কাবাসীগণ তো এই প্রত্যাশা করিতেছিল যে, তাহাদের অত্যাচার ও সংখ্যা গরিষ্ঠতার ফলে মুসলমানদের নিরাশ হইয়া তাহাদের দলে

ভিড়িয়া যাওয়া উচিত এবং স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার দাবীর প্রতি সন্দিহান হওয়া উচিত। কিন্তু তখন হযরত রসুলে করিম (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার এই বানী ঘোষণা করিতেছিলেন।

"আমি ঐ সমস্ত কিছু যাহা তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয় এবং যাহা এখনও তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয় নাই তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই কোরআন শরীফ একজন সম্মানিত নবীর মুখ হইতে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করা হইতেছে। ইহা কোন কবির কবিতা নয়। কিন্তু তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন ভবিষ্যদ্বক্তার উক্তি ত নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তোমরা অল্পই মনযোগ দাও। ইহা সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালার নিকট হইতে নাজেল করা হইয়াছে। এবং আমি যিনি সমগ্র দুনিয়ার রব্ব তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি একটি মাত্র আয়াতও আমার নামে জাল করা হইত তাহা হইলে আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিতম এবং তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম এবং তোমরা সকলে মিলিয়াও যদি তাহাকে রক্ষা করিতে চাহিতে, তোমরা রক্ষা করিতে পারিতে না। কিন্তু এই কোরআন শরীফ খোদাভীরুদের জন্য এক সতর্কবাণী এবং আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যাহারা এই কোরআন শরীফকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত কর। কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, ইহার শিক্ষা ইহার অস্বীকারকারীগণের হৃদয়ে দুঃখ ও বেদনা সৃষ্টি করিতেছে। এবং তাহারা বলিতেছে যে, হায়! যদি এই শিক্ষা আমাদের মধ্যে থাকিত। এবং আমি ইহাও জানি যে, এই কুরআন শরীফের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইবে। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সাঃ) এই সমস্ত লোকের বিরোধীতার পরওয়া করিও না। এবং তোমার মহান রব্বের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাক।" (সুরা আল-হাকাক আয়াত—৩৯-৫৩)

তৃতীয় হজ্বের সময় আসন্ন হইল। মদীনা হইতে হাজীদের যে কাফেলা মক্কায় রওয়ানা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মুসলমানদের একটি বড় দল ছিল। মক্কাবাসীগণের বিরোধীতার কারণে মদীনার মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধারনা জন্মিয়াছিল যে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে মদীনায় হিজরত করিতে হইবে। তিনি তাঁহার নেতৃস্থানীয় আত্মীয় স্বজনকে মদীনায় হিজরতের কথা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-কে নিষেধ করিলেন। মক্কাবাসীগণ বিরোধীতা করিত সত্য কিন্তু তবুও তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন। মদীনায় পরিস্থিতি কি হইবে তাহা জানা নাই এবং মহানবী (সাঃ)-এর আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে মদীনায় সাহায্য করিতে পারিবে কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালা ইহাই, তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং মদীনায় হিজরত করিবার সংকল্প করিলেন।

হযরত রসুলে করিম (সাঃ) মধ্যরাত্রির পর আকাবা উপত্যকায় মদীনার মুসলমানদের

সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় মদীনা হইতে আগত মুসলমানদের সংখ্যা ৭৩ জন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ৬২ জন খাজরাজ গোত্রের ও ১১ জন আউস গোত্রের। এই কাফেলার মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোকও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বনুনাজ্জার গোত্রের উম্মে-আম্মারাহ্। তাঁহারা মুসাবের নিকট ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা ঈমান ও একীনে ভরপুর ছিলেন। পরবর্তী সময়ের ঘটনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন উম্মে আম্মারাহ্ তাঁহার পুত্রের মধ্যে ইসলামের প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর ভণ্ডনবী মুসায়লামার সৈন্য বাহিনীর হস্তে তাঁহার পুত্র হাবিব (রাঃ) বন্দী হইলে মুসায়লামা যখন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নবী?" উত্তরে হাবিব (রাঃ) বলিলেন, "হাঁ।" মুসায়লামা পুনরায় বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নবী?" হাবিব উত্তর দিলেন না।" অতঃপর মুসায়লামা তাঁহার একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেয়। মুসায়লামা পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর যে মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নবী?" হাবিব উত্তর দিলেন, "হাঁ। মুসায়লামা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর যে আমি আল্লাহ্‌র নবী? হাবিব উত্তর দিলেন, "না।" অতঃপর মুসায়লামা হাবিবের অপর একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন। এক একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার পর মুসায়লামা জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি কি বিশ্বাস কর যে আমি আল্লাহ্‌র নবী?" এবং হাবিব উত্তর দিতেন, "না।" এই ভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলা হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এইভাবে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া তৌহিদের উপর তাঁহার অবিচল অবস্থা ঘোষণা করিতে করিতে আল্লাহ্‌-তায়ালার সহিত মিলিত হইলেন। স্বয়ং আম্মারাহ্ (রাঃ) ও হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর সহিত অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই কাফেলার প্রতিটি সদস্যের হৃদয় আন্তরিকতা ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট অর্থ ও সম্পদের লোভে আসেন নাই, বরং তাঁহারা কেবলমাত্র ঈমানের উন্নতির জন্যই আসিয়াছিলেন।

আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন "হে খাজরাজ গোত্রের লোকসকল আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার নিজের গোত্রের মধ্যে খুবই শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার গোত্রের লোকজন মুসলমান হউক বা না হউক তাঁহারা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু এখন তিনি আপনাদের নিকট যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। হে খাজরাজ গোত্রের লোক সকল, যদি তিনি আপনাদের নিকট যান তাহা হইলে সমগ্র আরব আপনাদের বিরুদ্ধাচারণ করিবে। যদি আপনারা আপনাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যে বিপদ আসিতে পারে সে সম্বন্ধে যদি আপনারা

সচেতন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা যদি তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহেন, সানন্দে লইয়া যাইতে পারেন। নতুবা আপনারা এই সংকল্প পরিত্যাগ করুন।" আল্-বারাহ্ এই কাফেলার নেতা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা আপনার বক্তব্য শুনিয়াছি। আমরা আমাদের জীবন আল্লাহ্তায়ালার নবীর জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা তাঁহার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া লইব।" অতঃপর হযরত রসুলে করিম (সাঃ) তাঁহাদিগের নিকট ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং খোদাতায়ালার তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করিবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রের ন্যায় ইসলামের রক্ষণাবেক্ষন করিবার ওয়াদা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে না করিতেই মদীনার ৭২ জন আত্মোৎসর্গকারী সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ।" তাঁহারা এতই আবেগময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের খেয়ালই ছিল যে মক্কাবাসীগণ তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। তাঁহাদের আওয়াজ ময়দানে প্রতিধ্বনিত হইল। আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "থামুন! থামুন! এমন না হয় যে মক্কাবাসীগণ এই ঘটনার বিষয় জানিয়া না ফেলে।" কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় ঈমানে ভরপুর ছিল এবং মৃত্যু তাঁহাদের নিকট অতি নগণ্য বিষয় ছিল। আব্বাস (রাঃ)-এর কথা শুনিয়া তাঁহাদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "হে আল্লাহ্র রসুল, আমরা ভীত নহি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে মক্কাবাসীগণ আপনার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে আমরা মক্কাবাসীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত।" হযরত রসুলে করিম (সাঃ) বলিলেন, "এখনও তাহাদের মোকাবিলা করিবার হুকুম আল্লাহ্তায়ালা আমাকে দেন নাই।" অতঃপর মদীনাবাসীগণ তাঁহার নিকট বয়েত করিলেন এবং এই সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

মক্কাবাসীগণ এই ঘটনার কথা জানিতে পারিল। এবং তাহারা মদিনার সর্দারগণের নিকট অভিযোগ পেশ করিল। কিন্তু যেহেতু মদীনার কাফেলার সর্দার আবদুল্লাহ-ইবনে-আবী-ইবনে-সালুল স্বয়ং এই ঘটনার কথা জানিত না তাই সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিল এবং বলিল যে তাহারা কোন মিথ্যা গুজব শুনিয়া থাকিবে; এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটে নাই। কারণ মদীনার লোক তাহার সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সে কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, মদীনাবাসীগণের অন্তরে শয়তানের পরিবর্তে খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ কাফেলা মদীনায় ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২০ শে নভেম্বর '৮২ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আহমদীয়া জামাতের সবাই নিজেদের নামাযের হেফাজত করুন।

নামাযে সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা ব্যতিরেকে আমরা জগতের ইস্‌লাহ (সংস্কার-কার্য সাধন) করতে পারি না। এর জন্য ঘরে ঘরে বারম্বার এবং অবিশ্রান্ত ধৈর্য সহকারে সবাইকে উপদেশদানে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

রাবওয়া ঃ ২০শে নবুয়ত/নভেম্বর ১৩৬১/১৯৮২—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদের উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন নিজেদের নামাযের স্বযত্নে হেফাজত করেন। কেননা নামাযে সঠিক নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন ব্যতিরেকে আমরা জগতকে তরবিয়ত দানের উপযুক্ত হতে পারি না। তেমনি জুমার নামাযেও হাজরি বাড়ানো উচিত।

হুজুর (আইঃ) উক্ত ইরশাদসমূহ আজ এখানে মসজিদ আকসায় জুমার নামাযের খোৎবায় প্রদান করেন। হুজুর বলেন, উক্ত উদ্দেশ্য সফলের জন্য প্রতিটি গৃহে বার বার এবং স্থির চিত্তে অবিচল ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে উপদেশদানে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। হুজুর রাবওয়াবাসীদের এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলেন ঃ আজকের দিন থেকে (বিশেষতঃ) সালানা জলসা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যায় এরূপ উপদেশ দানকারীদের প্রয়োজন, যাঁরা গৃহে গৃহে দুয়ারে করাঘাত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করান এবং পাঁচ-ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার তাকিদ দেন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন ঃ

واذكر فى الكتاب اسماعيل - انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥ وكان يامر اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا ٥

তরজমা—"এবং তুমি (কুরআন অনুযায়ী) ইসমাইলের বৃত্তান্তও বর্ণনা কর : সেও নিশ্চয় সত্যিকার ওয়াদাপালনকারী ছিল এবং সে রসুল (ও) নবীও ছিল। এবং সে তার পরিবার-পরিজনকে নামায এবং জাকাতের নির্দেশ ও তাকিদ দিতে থাকিত : এবং সে তার রবের নিকট পছন্দনীয় (বান্দা) ছিল।" (সুরা মরিয়ম : ৫৫-৫৬)

উক্ত আয়াতদ্বয় তেলাওয়াতের পর হুজুর বলেন : 'ইবাদত' হলো কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সেই মোক্ষম উদ্দেশ্য যার জন্য জিন্ ও ইন্‌সকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারনতঃ মনে করা হয় যে, ইবাদত বলতে শুধু আল্লাহ্‌র হক্ সমূহ পালন করাকেই বুঝায়। আর এ কারণ বশতঃই এই আপত্তির উদ্ভব ঘটেছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন মানুষকে শুধু তাঁর তপ-জপের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। হুজুর বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা এই যে ইবাদতের দ্বারা যদি কেবল আল্লাহ্‌র হক্ সমূহ প্রতিপালনকে বুঝায়, তা'হলেও এতে সম্পূর্ণ উপকার হয় শুধু ঐ সকল বান্দাদেরই যাঁরা ইবাদত করে থাকেন। কেননা যখন কেউ আল্লাহ্‌তায়ালার হক্ সমূহ পালন করবে তখন এর সঙ্গে অবশ্যই বান্দাদের বহুবিধ হক পালিত হবে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন :

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٥

অর্থাৎ—'নামায অশ্লিলতা এবং অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে।' এইরূপে নামাযই সত্যিকারভাবে বান্দাদের হক্ পালন করতে শিখায়।

হুজুর বলেন, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম হলো এই যে, মানুষ যেন সর্বতোরূপে তার রবেরই হয়ে যায় এবং সেই উচ্চতম পরম সত্তার অনুকরণ করে। এইরূপে তাতে সেই সর্বোচ্চ ও উৎকৃষ্ঠতম মডেল (model) বা আদর্শের অনুসারী ও অনুকরণকারী ব্যক্তির নিজেরই ফায়দা রয়েছে, সেই সর্বোচ্চ মডেল বা আদর্শের কোন ফায়দা হবে না। ইসলাম যে পরম সত্তার অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য নির্দেশ ও তাকিদ দিয়েছে সে সত্তা হলেন রূপ-গুণ-স্থান-কাল-পাত্র সকল দিক থেকে অপরিসীম ও অপরিমেয়। এমনিধারায় সেই পরম সত্তা—যাঁর গুণাবলী অসীম তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ মানে অসীম ও অনন্ত উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান, এবং বান্দা নিজ সত্তায় যতবেশী আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর প্রতিবিম্বন ঘটাবে, ততই সে খোদার দর্পন স্বরূপে পরিণত হতে থাকবে। আর এই ধারায় পরিশেষে এমন এক পর্যায়ও এসে যায় যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই বান্দার হাতে তাঁর বান্দাদের তকদীর ধরিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর 'মালেকিয়ত বা সর্বময় কর্তৃত্ব' কাউকে দান করে দিয়েছেন আর এইরূপে সে তাঁর 'মালেকে ইওমেদ-দীন' গুণের বিকাশ-স্থল হয়েছে—এইরূপ কোন নবী নাই কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্য হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট সমগ্র মখলুককে সমর্পন করে দিয়েছেন এবং তাঁকে বান্দাদের শাফায়তের অনন্য মর্তবা দান করেছেন।

হুজুর বলেন, যত বেশী কেহ ইবাদতকারী হবে ততই বেশী সে বান্দাদের হক পালনকারীও হবে; অন্যথা সে আত্মসাৎ ও হরণকারী হয়ে দাঁড়াবে এবং সোসাইটি বা সমাজের জন্য দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টির কারণ হবে। এই হলো ইবাদতের সেই প্রকৃত মর্ম, যা কুরআন করীম শিক্ষা দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যায় যে, ইবাদত হলো সকল নেকী বা পূণ্যের উৎস, সেগুলি আল্লাহ্‌র হক্ সম্পর্কিতই হোক বা বান্দার হক্ সম্পর্কীয় হোক। এই উৎস থেকে মানুষ যতই মুখ ফিরাবে ততই পাপ বর্ধিত হারে সৃষ্টি হতে থাকবে। মানবজীবনের এই হলো সারকথা।

হুজুর বলেন, তথাপি বহু ইবাদতকারী এরূপও হইয়া থাকে যারা বান্দাদের হক্ মারে, তাদের অধিকার হরণ করে, তাদের সহিত জুলুম, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন সূচক দুর্ব্যবহার করে থাকে। এই ধরনের লোকদের সম্বন্ধে কুরআন করিমে নিম্নরূপ বর্ণনা দান করেছে:

فويل للمصلين ○ الذين هم عن صلاتهم ساهون ○ الذين هم يراءون ○
ويمنعون الماعون ○

অর্থাৎ—ধ্বংস (নির্ধারিত) হয়েছে নামায আদায়কারীদের জন্য।" কত আশ্চর্যের কথা যে, কুরআন শরীফে সর্বত্রই নামাযীদের প্রশংসা করা হয়েছে কিন্তু এখানে কতিপয় লোকের নামাযকে কুরআন করীম রহমতের পরিবর্তে হালাকত বা ধ্বংসের কারণ বলে নির্ধারণ করছে। 'ইহা এরূপ নামাযীদের জন্যই নির্ধারিত, যারা নামাযের প্রকৃত মর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ; যারা নামাযকে লোকদেখানোর উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের নামাযকে গর্ব ও দম্ভের বস্তু হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। তারা নামাযকে শুধু নোমায়েশ বা লোকদেখানো ও আত্মম্ভরিতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এ সেই নামায যেটাকে আল্লাহ্‌তায়ালা পছন্দ করেন না। এই ধরনের লোক একদিকে নামাযও পড়ে কিন্তু আবার অন্যদিকে মানুষের হক ও অধিকারও হরণ করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কার্পণ্য দেখায় এবং গরীবদের হক্ দেয় না। প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলেও পরোয়া করে না। হুজুর বলেন, এ পর্যায়ে এসে নামাযের একটি দিক 'হকুকুল্লাহ্' (আল্লাহর হক্ সমূহ) আদায়ের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বান্দাদের হক্ আদায় করা ব্যতিরেকে উহা বৃথা ও বেফায়দা হয়ে যায়।

হুজুর বলেন, এই দৃষ্টি-কোণ থেকে জামাতে আহমদীয়ার উচিত নিজেদের নামাযের হেফাজত করা। প্রথমতঃ উহার বাহ্যিক দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ উহার আভ্যন্তর ও রূহের হেফাজতের দিক থেকে। এই উভয় দিকদিয়ে ইসলাহ বা সংশোধনের বিরাট প্রয়োজন ও সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। হুজুর জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইহা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, রাবওয়াতে নামাযের সেই উন্নত মানটি অক্ষুন্ন থেকে যায় নাই, যা নাকি কাদিয়ানে বিদ্যমান ছিল। এর কারণ এই যে, গৃহগুলিতে সেই তাকিদ ও তলকীন অব্যাহত থাকে নাই, যা (প্রকৃত) নামাযীদের সৃষ্টি করে। কুরআন করীম নামাযকে কায়েম ও জারী রাখার একটি রহস্য বা উপায় বর্ণনা করেছে। হুজুর বলেন, এখনই যে আয়াতগুলি আমি তেলাওয়াত

করেছি সেগুলির মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর এক অতি প্রিয় অভ্যাস বা রীতির কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের জন্য নির্দেশ ও তাকিদ দিতে থাকতেন, এবং তাঁর ঐ অভ্যাসটি তাঁর রবের দৃষ্টিতে অতি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল।

হুজুর বলেন, নামাযের প্রতিষ্ঠা ও মজবুতি গৃহগুলি থেকেই শুরু হয়। বস্তুতঃ কুরআন করীম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছে যে, 'হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দিতে থাক, এবং ইহা এমন একটি বিষয় নয় যে, দুই-এক বার বলা ও মনোযোগ আকর্ষণ করাই যথেষ্ট হবে। বরং স্থির চিত্তে, অধ্যবসায়ের সহিত এই অভ্যাসে সদা কায়েম থাক। ইহা দুই-এক দিন বা দুই-এক মাস অথবা দুই-এক বৎসরের ব্যাপার-স্যাপার নয় বরং যতদিন জীবিত থাক, যতদিন শক্তি-সামর্থ্য থাকে, ততদিন ধৈর্য্য ও স্থৈর্যের সহিত ইহাতে কায়েম ও স্থিতিশীল থাক।' হুজুর বলেন, সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের মধ্যে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, তাঁরা নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে নামাযের জন্য তাকিদ দিতে কোন অবস্থাতেই শ্রান্ত ও ক্ষান্ত হতেন না। যে সকল মা-বাপ তাদের সন্তানদেরকে নামাযের জন্য তাকিদ ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে অধ্যবসায় অবলম্বন করেছেন তাঁদের গৃহগুলি যেন নামাযীদের কারখানা স্বরূপে পরিণত হয়েছে। তাদের বংশধরদের মধ্যে আজও বিপুল সংখ্যায় নামাযী মওজুদ রয়েছে এবং এ অভ্যাসটি তাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সচল রয়েছে। আর যাদের গৃহে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা বিদ্যমান ছিল কিন্তু স্ত্রীরা দুর্বল ছিলেন অথবা পরে বিবাহ-পরিণয় বে-নামাযীদের মধ্যে হয়েছে, তাদের বংশে বে-নামাযীর আমদানী ঘটেছে। আর যেখানে বিবাহ-শাদী নামাযীদের মধ্যে হয়েছে, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে নামায চিরস্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছে।

হুজুর জামাতের অঙ্গ-সংগঠন সমূহ অর্থাৎ খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ ও লাজনা ইমাউল্লাহকে তাকিদ করেন যে তারা যেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও জেদ্দো-জেহেদের সহিত নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলেন।

হুজুর (আইঃ) নামাযের প্রতি ভালবাসার নেক ও সদ্‌অভ্যাসের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে হযরত নবাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ খান সাহেব (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করেন যিনি বাজামাত নামাযের প্রতি এত অনুরাগ ও ভালবাসা রাখতেন যে, যদিও তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন, তাই ডাক্তাররা তাঁকে কোথায়ও যাওয়া-আসা করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলো তথাপি তিনি চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে মসজিদে যেতেন। আর যখন তাঁর গৃহ মসজিদ থেকে দূরে পড়ে গেল তখন তিনি গৃহকেই মসজিদ বানিয়ে নিলেন—আশেপাশের আহমদীদের বলে দিলেন যে তাঁর গৃহটি হবে মসজিদ এবং সেখানে মসজিদের সকল আয়োজন ও ব্যবস্থাদি মজুদ থাকবে। সুতরাং পাঁচওয়াক্ত মুসল্লিদের জন্য সব রকম সুবিধা সরবরাহ করা হতো। এ অভ্যাস বা রীতি তাঁর সন্তানদের মধ্যেও কায়েম ও সচল থাকে।

হুজুর বলেন, কাদিয়ানে নামাযের প্রতি এতো নিষ্ঠা ও অনুরাগ বিদ্যমান ছিল যে সেখানকার পাগলও নামাযী হতেন। এমন পাগল যারা হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো তারাও নামাযের সময় মসজিদে পৌঁছুতো। হুজুর (আইঃ) এই প্রসঙ্গে এখনেরই একজন ভ্রাতা জনাব রাজা আসলাম সাহেবের কথা উল্লেখ করলেন যিনি রীতিমত নিয়মিত মসজিদে আসতেন এবং শেষকালে তাঁর সম্বন্ধে জানা গিয়েছিল যে তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হয়ে রাশিয়াতে চলে গিয়েছিলেন এবং তারপরে তাঁকে আর কেউ দেখে নাই।

হুজুর বলেন, ইবাদতে এই অভিনিবেশ ও একাগ্রতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবা এবং তায়েবীন পর্যন্ত প্রবল ভাবে জারী থাকে। তারপর বর্তমানে যখন তাবেয়ীন ও তাবা'তাবেয়ীনের যুগ চলছে, এখন যদি—সুষ্ঠ ও বলিষ্ঠরূপে নামাযের হেফাজত না করা হয় তাহলে তো বেনামাযী সৃষ্টি হতে শুরু হওয়ার আশঙ্কা ও ভয় রয়েছে।

হুজুর বলেন, এখন আমাদের সালানা জলসা আসন্ন প্রায় এবং আল্লাহ্‌তায়ালা এই সালানা জলসার বরকত ও কল্যাণের দ্বারা রাবওয়ার সকল ঘর-বাড়ীকে অসাধারন মর্যাদা দান করতে চলেছেন—তাদের নামাযের ফয়েজ ও কল্যাণ প্রবাহ সারা জগৎ ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়বে! হুজুর বলেন, রাবওয়ার ঘরগুলিকে জলসার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং রাবওয়াকে এই উপলক্ষে দরিদ্র নব বধুর ন্যায় সাজিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আসল সাজ-সজ্জা তো হলো নামায ও তাকওয়া। সেজন্য নামাযকে (উৎকর্ষে) সুশোভিত করে গৃহ সমূহ সুসজ্জিত করুন। বারবার বাচ্চাদের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গৃহগুলিকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও স্মরণের পীঠস্থানে পরিণত করুন, যাতে জলসায় যোগদানকারী দুর্বল আহ্‌মদীও যিক্‌রে-ইলাহীর অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ঘরে ফিরে।

হুজুর সাবধান করে দেন যে, নামায ব্যতিরেকে আমরা সমগ্র জগতকে তরবিয়ত দানের উপযুক্ত হতে পারি না!

জুমার নামায প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ :

নামায প্রসঙ্গে জুমার নামাযে অধিকতম সংখ্যায় উপস্থিতির বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর বলেন যে নিজেদের ঘরে উপদেশ ও তাকাদা দানের মাধ্যমে জুমার নামাযেও হাজরি বাড়ানো উচিত। রাবওয়ার জনসংখ্যার তুলনায় যত সংখ্যক লোকের জুমাতে আসা উচিত তত সংখ্যক লোক আসেন না। হুজুর বলেন, যিক্‌রে-ইলাহী-শুণ্য গৃহ বিরানা তুল্য হয়ে থাকে। যেখানে বেনামাযীর সৃষ্টি হয় সেই গৃহ ভবিষ্যৎ বংশের জন্য অকল্যাণকর গৃহ।

হুজুর বলেন, এই উপদেশ আমাদের গৃহে গৃহে পৌঁছাতে হবে। এবং যে পর্যন্ত খোদাতায়ালার স্পষ্ট আদেশ-উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে বার বার এবং ক্রমাগত অবিচল ধৈর্য সহকারে ইহার তাকিদ ও তলকীন জারী না রাখা হয়, সে পর্যন্ত ইপ্সিত সুফলের উদয় হবে না। হুজুর ঘোষণা করেন যে, আজ থেকে জলসা পর্যন্ত বহুল সংখ্যক এরূপ উপদেশাবলী দানকারীদের প্রয়োজন যারা ঘরে ঘরে দুয়ারে করাঘাত করে সবাইকে জাগরিত করেন। হুজুর বলেন, রাবওয়ার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং বাচ্চারা যদি মসজিদে আসতে শুরু করে দেন, তাহলে আমার অনুমান এই যে, সবগুলি মসজিদ ক্ষুদ্র (অপ্রতুল) হয়ে পড়বে এবং জরুরী ভিত্তিক রূপে মসজিদসমূহের সম্প্রসারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। এর ফলে রাবওয়াতে 'ওস্‌সে মাকানাকা' (—'তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর'—হলহাম, হযরত মসীহ্‌ মওউদ আঃ)-এর এক নতুন যুগের সূত্রপাত হবে।

হুজুর দোওয়া করেন, আমরা যেন নামাযের হক্‌ আদায়কারী হতে পারি, ফলে নামায যেন আমাদের হক্‌ আদায়কারী হয় এবং খোদা করুন, নামাযের সহিত জড়িত সকল ফয়েজ ও কল্যাণ যেন সর্বাধিক পরিমাণে আমাদের লাভ হয়।

হুজুর ১টা বেজে তিন মিনিটে খোৎবা শুরু করেন। নামায আরম্ভ করার পূর্বে হুজুরের নির্দেশক্রমে প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব মেজর (অবঃ) হামিদ আহ্‌মদ কলীম সাহেব কাতার দুরস্ত করান। তারপর হুজুর জুমার নামায পড়ান। (আল-ফজল, ২২শে নভেম্বর ১৯৮২ইং)

অনুবাদ :—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

"যতদূর সম্ভব সাধ্যমত (সালানা জলসার) নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং দেল ও জানের দৃঢ়সংকল্প সহকারে (প্রতিবারই জলসায়) উপস্থিত হইতে থাকুন।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"সালানা জলসার খেদমতকে সাধারণ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না—ইহা তো অতি বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় খেদমত।"

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আমাদের সালানা জলসা এক মহামর্যাদাপূর্ণ সম্মেলন। ইহার উদ্দেশ্যাবলী অত্যন্ত পবিত্র, অতি উচ্চ ও কল্যাণময়। সেগুলির প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। নিজেদের স্বকীয় বাসনা-কামনা যদি দলিত হয়, হতে দিন, নিজেদের স্বার্থ নস্যাৎ হয়, হতে দিন। এ সবের কোন পরোয়া করবেন না। এ পবিত্র জলসার স্বার্থাবলীকে নিজেদের স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিন; তার পর দেখুন, আল্লাহতায়ালা আপনাদের উপর কিরূপ মেহেরবান হন।"

—হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৬০তম সালানা জলসা

তারিখ : ৪, ৫ ও ৬ই মার্চ ১৯৮৩ইং
রোজ : শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার
স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৬০তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ 'রাবে (আঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ৪, ৫ ও ৬ই মার্চ ১৯৮৩ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহ।

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এবং কেন্দ্রীয় বুজুর্গানে-দীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, মরকজ হইতে ৩জন বুজুর্গান ইনশায়াল্লাহ এবার জলসায় যোগদান করিবেন। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত সালানা জলসার চাঁদা ও এই সংক্রান্ত লাজেমী চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহ্তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করিতেছেন ?

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণিত জলসার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী

আপনি সালানা জলসায় এজন্য যোগদান করিতেছেন যে—

(১) আপনি যেন "এমন হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ, সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন সত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্ব সমূহ) শ্রবণ করিতে পারেন, যাহা ঈমান ও মা'রেফতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুখলেস যেন মুখোমুখী ও সাক্ষাৎভাবে দ্বীনি কল্যাণলাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয়, এবং ইমান ও মা'রেফত উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়, পরামর্শ এবং ভ্রাতৃমিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।"

(৪) "প্রত্যেক নূতন বৎসরে জামাতের নব-দীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখ গুলিতে) উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ববর্তী উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি লাভ করতে পারে"

(৫) 'যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে রুহানীভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দুরত্ব এবং নেফাক (কপটতা) নিরসন এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে বরণ এবং তাহাদের আত্মায় পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের জন্য সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করেন"—আপনি যেন সেই সকল মহা-কল্যাণে ভূষিত হইতে পারেন।

(৬) "নিজ মৌলা ও প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সংসার নিলিপ্ততা ও আত্মবিলীনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়।"

(৭) যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী মধ্যবর্ত্তীকালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এই জলসায় তাঁহাদের রূহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হইবে"—আপনি যেন তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) সালানা জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মহামূল্যবান মকবুল দোওয়া সমূহের আপনিও যেন অংশীদার হইতে পারেন।

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত।"

বিগত ৯০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বৎসর কাদিয়ান ও রাবওয়ায় জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রতীক ঐশী নিদর্শন হিসাবে অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সমন্বিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়া রূপে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রূপ এক ধর্মীয় ও রূহানী জলসা।

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন লিখা হইতে সংকলিত]—

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাসিক তালিমী ক্লাশ

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফযল ও করমে মজলিসে খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের তালিম ও তরবিয়ত বিভাগের পরিকল্পনা মোতাবেক গত ১১/২/৮৩ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৮ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত মাসিক তালিমী ক্লাশ মসজিদে মোবারক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্লাশে ২০জন খোদ্দাম ও ৫৬ জন আতফাল নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তালিমুল কুরআন, উর্দু শিক্ষা, উর্দু নযম শিক্ষা, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, চরিত্রগঠনমূলক আলোচনা, ব্যায়াম, ভলিবল ও অন্যান্য খেলাধূলার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও প্রতিযোগিতা এই ক্লাশের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন। সদর মোয়াল্লেম মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আতফালুল আহমদীয়ার সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত জনাব আলআমীন সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েম, সেহেত জিসমানী জনাব কাওসার আহমদ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, জেলাকায়েদ জনাব আবদুল হাদী সাহেব ও স্থানীয় কায়েদ জনাব শেখ বশির আহমদ সাহেব। উল্লেখযোগ্য যে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রায় সকলেই দুপুরের খাবারের জন্য নিজ নিজ বাড়ী থেকে রুটি ও ভাজি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিছু সংখ্যক যাহারা খাবার নিয়ে আসতে পারেননি তাদের নিয়ে একত্রে খাবার দৃশ্যটি ছিল খুবই মনোরম ও আনন্দময়। অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঃ আঃ এর প্রেসিডেন্ট মোহতরম জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব, ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব এবং আনু মিঞা সাহেব বক্তৃতা করেন।

সবশেষে বাংলাদেশের কেন্দ্র হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বয় খোদ্দাম ও আতফালদের উদ্দেশ্যে নছিহত মূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই ক্লাশ বাস্তবায়নের জন্য জেলাকায়েদ জনাব আবদুল হাদী সাহেব, স্থানীয় মজলিসে আমেলার নায়েমগণ বিশেষ অবদান রাখেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের জাযায়ে খায়র দান করুন।

স্মরণ করা যাচ্ছে যে, উক্ত তালিম ও তরবীয়তী প্রোগ্রামের অধীন সাপ্তাহিক তরবীয়তী ক্লাশ ঢাকা শহরের বিভিন্ন মজলিসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাহিরের যে সমস্ত মজলিস উক্ত সপ্তাহিক তরবীয়তী ক্লাশ করছেন না তারা যেন অবিলম্বে বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠান। —সেক্রেটারী, তালিম ও তরবীয়ত বাংলাদেশ আতফালুল আহমদীয়া।

সংবাদ

মুসলেহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে আহমদীয়ত তথা ধর্মের ইতিহাসে এক অসাধারণ কল্যাণময় নিদর্শনবহ পবিত্র 'মুসলেহ্ মওউদ দিবস' বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আহমদীয়া জামাত গুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত পালিত হয়।

ঢাকা জামাতের উদ্যোগে বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে বাদ আসর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্‌তরম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের উপর জামাতের বিভিন্ন বক্তা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্‌তরম আমীর সাহেব সারগর্ভ সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই দিবস উপলক্ষে ঢাকা সিটি মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া দুপুর ৩টা হইতে আতফালদের জন্য এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সমাপ্তি অধিবেশনে মোহতারম আমীর সাহেব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উদ্যোগে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমা দারুত তবলীগ মসজিদে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে মনোনীত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, কুমিল্লা, বগুড়া জামাত সমূহে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত দিবসের তাৎপর্য, মুসলেহ মওউদ সম্বন্ধীয় মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ গুণাবলী, পবিত্র সীরাত এবং অতুলকীর্তি সমূহের উপর আলোকপাত করিয়া প্রত্যেক জামাতের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। স্থানাভাবে উক্ত জামাতগুলি হইতে প্রেরিত বিস্তারিত রিপোর্ট সমূহ ছাপা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

সিরাতুন্নবী উদ্‌যাপিত

ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ২১শে জানুয়ারী বাদ জুম্‌আ স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জকি উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাতুন্নবীর এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের উপর বক্তৃতা করেন সর্বজনাব বদিউজ্জমান ভূঁইয়া, আমীর হাসেন এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী। প্রারম্ভে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তিফল আশরাফ উদ্দিন আহমদ। সভাশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদী ছাড়া যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু ও গয়ের আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, ময়মসিংহ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

শুভ বিবাহ

গত ৩১শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব নিজ বাস ভবনে জনাব (মুসলেমউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ ভাতগাও)-এর মেয়ে মোছাঃ আরেফা খাতুন-এর বিবাহ ভোগডোমা নিবাসী জনাব খতিব উদ্দীন আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে ইকবাল আহমদ সাহেবের সঙ্গে ৭৭৫০ (সাত হাজার সাত শত পঞ্চাশ) টাকা দেন মহরে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ মোঃ ইছরাইল দেওয়ান সাহেব, মোবাল্লেগ ওয়াক্‌ফে জদিদ। উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের বন্ধুগণের কাছে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা

ফোন ঃ ২৫৯০২৪

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar